

# সামাজিক উন্নয়নে এসডিএস-এর গৌরবময় ২৫ বছরের প্রতিবেদন



এসডিএস  
(শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি)

# এসডিএস-এর গৌরবময় ২৫ বছরের প্রতিবেদন রচনায় যাদের অবদান

## উপদেষ্টা

গওহার নঈম ওয়ারা, চেয়ারম্যান, এসডিএস /Advisor, Gawhar Nayeem Wahra, Chairman, SDS

## সম্পাদনা

মজিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এসডিএস / Editor, Mozibur Rahman, Executive Director, SDS

## সহ-সম্পাদনা

রাবেয়া বেগম, পরিচালক (কার্যক্রম), এসডিএস / Assistant Editor, Rabeya Begum, Director (Program), SDS  
বিএম কামারুল হাসান, পরিচালক (এমএফ), এসডিএস / B.M. Kamroul Hassan, Director (MF), SDS  
মুহাম্মদ ইয়াসিন খান, উপ-পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), এসডিএস / Md. Eiyasin Khan, Deputy Director (F&A), SDS  
মোঃ নাজমুল হক সরদার, ডকুমেন্টেশন অফিসার, এসডিএস / Md. Nazmul Hoque Sardar, Documentation Officer, SDS

## সার্বিক সহযোগিতা

এ.বি.এম. মোবাস্বের হোসেন (দিদার) / A.B.M. Mobaswer Hossain (Didar)

## মুদ্রণে

আক্তার এন্টারপ্রাইজ, বাংলাবাজার, ঢাকা / Akter Enterprise, Banglabazar, Dhaka.

## বর্ণবিন্যাস

নিখাদ এন্টারপ্রাইজ, বাংলাবাজার, ঢাকা / Nikhad Enterprise, Banglabazar, Dhaka.

সামাজিক উন্নয়নে এসডিএস-এর গৌরবময় ২৫ বছরের প্রতিবেদন

## ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বাণী

দেশের মধ্য-দক্ষিণাঞ্চলে দরিদ্র ও পিছিয়েপড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে-সকল প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এসডিএস তাদের মধ্যে অন্যতম। নব্বই দশকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থাটি আজ তার পঁচিশ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। উন্নয়ন প্রচেষ্টার ২৫ বছর পূর্তিতে পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ২০০৬ সাল হতে সংগঠনটি পিকেএসএফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সার্বিক দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটি দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের পিছিয়েপড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্ঘোণে সাড়া প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে।

আমরা প্রতিষ্ঠানটির ২৫ বছর পূর্তিতে সংস্থার সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে পিকেএসএফ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস, এসডিএস পিকেএসএফ-এর প্রতিশ্রুতি পূরণে এক বিশ্বস্ত অংশীদার। পিকেএসএফ-এর সাথে এসডিএস-এর অব্যাহত সুসম্পর্ক আরও সূদৃঢ় হবে বলে আমি আশা রাখি।

একই সাথে এর সুনাম বৃদ্ধি ও কর্মসূচি আরও ব্যাপকতা লাভ করুক এই প্রত্যাশা করি।

মোঃ আবদুল করিম  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ঢাকা



### Message from the Managing Director

SDS is one of the most reputed development organization among others those who are working with diligently for the poor and disadvantaged community within the Middle-South part of the country. The organization is going to celebrate its 25th anniversary which is established in early nineties. On behalf of PKSf, I would like to express our congratulations on the occasion of celebration of 25th year's development journey. The organization has made partnership with PKSf in 2006 aiming to reduce poverty. Besides microcredit, the organization is implementing different development activities including socio-economic development, water and sanitation, disaster response, climate change resilience, etc. with full efficiency.

We are congratulating everybody of the organization on the occasion of 25 years celebration. PKSf is committed to alleviate poverty from Bangladesh. We believe, SDS is one of the committed and trusted partner of PKSf in fulfilling its commitment. We do believe that the relationship between PKSf and SDS will be strengthened.

We wish the organization's reputation will be enhanced through its programs.

Md. Abdul Karim  
Managing Director  
Palli Kormo-Sohaok Foundation (PKSF), Dhaka

## বাণী

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। ৯০-এর দশকে প্রতিষ্ঠালাভ করা এনজিও এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) দেশের মধ্য-দক্ষিণাঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করে যাচ্ছে। তবে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির সাথে এর সম্পর্ক ৮ বছরের। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনার জন্য এমআরএ থেকে সনদ লাভ করে। সনদ লাভের পর হতে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠানটি দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার সাথে তাদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মাধ্যমে এসডিএস অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়নে অবদান রাখছে।

উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় সংস্থাটি আজ তার পঁচিশ বছর পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। ২৫ বছর পূর্তিতে এমআরএ'র পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আজ এই ২৫ বছর পূর্তিতে শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটিতে কর্মরত সকল নিবেদিত কর্মী, সদস্য ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমি শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ ও সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

অমলেন্দু মুখার্জী  
এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান  
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির



## Message

Beside the other activities of the Government of Bangladesh (GoB), microcredit initiative is playing a vital role towards reaching the Middle Income Country by 2021 where Bangladesh will be free from hunger and poverty. SDS is working in the Middle-Southern part of the country since nineties to reduce poverty. The organization has a relationship with *Microcredit Regulatory Authority* for last eight years. In 2008 the organization obtained the MRA certificate to operate microcredit in Bangladesh. Beyond the microcredit activity, the organization is implementing different activities on education, health, socio-economic to improve the livelihood of the disadvantaged community.

The organization is celebrating its 25 years journey of development initiatives. We congratulate the organization on the occasion on behalf of MRA. We are expressing our thanks to the devoted staff, members and well-wishers of SDS on this auspicious occasion.

I am wishing the success of "Shariatpur Development Society" and its future extension.

Om alendu Mukharjee  
Executive Vice Chairman  
Micro-Credit Regulatory Authority

## জেলা প্রশাসকের বাণী

স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন হতে শুরু করে বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকারের পাশাপাশি এনজিওদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এসডিএস (শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি) সংগঠনটি শরীয়তপুর তথা দেশের মধ্য-দক্ষিণাঞ্চলে দরিদ্র ও পিছিয়েপড়া মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দুর্যোগে সাড়া প্রদান এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সফলতা ও সুনামের সাথে পরিচালনা করে আসছে।

নব্বই দশকের শুরুতে তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুর রহিম-এর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একদল উদ্যমী তরুণ প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তন করেন। সংগঠনটি বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সহযোগিতায় তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসডিএস এর ২৫ বছর পূর্তিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতিষ্ঠানটি তার কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এ প্রত্যাশা করি।

মোঃ মাহমুদুল হোসাইন খান  
জেলা প্রশাসক  
শরীয়তপুর।



### Message From the DC

The NGOs played an important role during the reconstruction of Bangladesh immediately after the war-torn causing the liberation war. The organization **Shariatpur Development Society (SDS)** has been implementing different activities on socio-economic development, disaster response and sanitation for the poor community in Shariatpur and in the Middle-South part of the country successfully and with good reputation.

In early nineties, a group of young people initiated this organization with the inspiration and motivation of a Deputy Commissioner Mr. Abdur Rahim at that time. The organization has been implementing its activities with the support of different donor organizations as well as different GoB agencies. I do express my heartfelt gratitude and congratulation on behalf of the District Administration to SDS on the observation of its 25th year's anniversary.

I wish that SDS will continue and extend its activities and play a significant role in the development process of Bangladesh.

Md. Mahmudul Hossain Khan  
Deputy Commissioner  
Shariatpur

## সংস্থার সভাপতির কিছু কথা

আমরা ২০১৬ সালে সংস্থার ২৫ বছরের প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত। পরম করুণাময়ের অশেষ কৃপায় এসডিএস এখন বাংলাদেশের মধ্য-দক্ষিণ অঞ্চলের ১৮টি উপজেলার সবচেয়ে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ করছে। দীর্ঘ সময়ের পথচলায়, আমাদের স্বপ্নপূরণে অনেক বন্ধু ও অংশীদার তৈরি হয়েছে যারা আমাদের উদ্যোগকে অনুভব করেছেন। আমাদের পরিবার তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার এ সম্পর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং যত্নবানে আশ্রয়ী। আমি এসডিএস-এর কর্মীদের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাদের তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং তা সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সাধুবাদ জানাই।

এ সুযোগে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এলাকার জনগণ, স্টেকহোল্ডারদের এবং উন্নয়ন সহযোগীদের-এসডিএস-এর কর্মকাণ্ডে তাদের সহযোগিতা এবং আন্তরিক অংশগ্রহণের জন্য। আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অর্থনৈতিক সম্পদ প্রদানকারী অংশীদারগণকে ও নেতৃত্বদানকারী সংস্থাসমূহকে, তন্মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ-এর অর্থ যোগানকারী সংস্থা পিকেএসএফকে তাদের সহযোগিতা ও পথনির্দেশনা প্রদান করার জন্য। আমরা আরও উল্লেখ করতে চাই এসডিএস-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মজিবুর রহমানকে এবং তাঁর নেতৃত্বে কর্মীদের মধ্যে সংস্থার প্রতি আনুগত্য এবং কর্মসূচিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে।

আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এসডিএস-এর সাধারণ সদস্য এবং নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের প্রতি যারা তাদের মূল্যবান এবং অব্যাহত সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন।

গণহার নঈম ওয়ারা  
সভাপতি, এসডিএস



### Message from the Chairman of the Organization

We are happy to publish this Annual Report-2016. By the grace of Almighty, SDS is serving the most marginalized population in the Central-Southern parts of Bangladesh covering of 18 Upazilas. Over the years of SDS journey, we have made friends and partners in our attempt to realize our vision. We firmly intend to continue and nurture this effective collaboration with all the stakeholders. We appreciate the contribution made by SDS staff and its senior management in keeping our promises and implementing commitments.

We would like to take this opportunity to thank all our communities, stakeholders and development partners for their cooperation, support and whole-hearted participation in the activities of SDS. Our sincere appreciation to all our donors and lead agencies for supporting financial grants at national and international level including the microfinance support organizations, PKSF for their continued support and direction. We also acknowledge the commitment of Mr. Mozibur Rahman, Executive Director of SDS and our sincere thanks to him to build the ownership among the staff members and program participants.

In conclusion, we would like to express our sincere gratitude to the members of the General Committee and Executive Board of SDS for their valuable and continuous support .

Gawher Nayeem Wahra  
Chairman, SDS

## সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের বক্তব্য

আজ হতে ২৫ বছর পূর্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানবিক সহায়তা প্রদানের মধ্য দিয়ে শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এসডিএস)-এর যাত্রা শুরু। এটি বর্তমানে দেশের মধ্য-দক্ষিণাঞ্চলে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে অন্যতম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আক্রান্ত দুর্গত ও দুঃস্থ মানুষের পুনর্বাসনের মাসুলিক চিন্তা চেতনা থেকে কতিপয় সাংবাদিক, রেডক্রিসেন্ট কর্মী, ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও চিকিৎসকদের যৌথ প্রয়াসে এসডিএস-এর সৃষ্টি হয়। প্রাথমিকভাবে সংগঠনটির কার্যক্রম শুধু শরীয়তপুর জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীতে দেশের ১৪ টি জেলায় তা সম্প্রসারণ লাভ করে। ১৯৯২ সালে সংগঠনটি সমাজ সেবা অধিদপ্তর হতে এবং ১৯৯৩ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে এসডিএস নিবন্ধন লাভ করে। ১৯৯৩ সালে অক্সফাম জিবি-এর আর্থিক সহায়তায় “নারীর ক্ষমতায়ন” শীর্ষক প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বৈদেশিক অর্থায়নে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৬ সাল থেকে পত্নী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে দরিদ্র নারীদের নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প চালু করে। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের পাশাপাশি সংগঠনটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার-পরিকল্পনা, পারিবারিক আইন সহায়তা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

১৯৯৮ সালে ইতিহাসের সবচেয়ে প্রলম্বিত বন্যায় এসডিএস শরীয়তপুরের দুর্যোগকবলিত অগণিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের জরুরী খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করেছে। ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় সিডরে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্গত মানুষের ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানে এসডিএস অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এলাকায় সুনাম অর্জন করেছে। এসডিএস বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে পর্যবেক্ষণ ও গণসচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও সুদৃঢ় করতে ভূমিকা রাখছে।



দীর্ঘ পথপরিক্রমায় সংস্থাটি বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী দাতাসংস্থার সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। পিকেএসএফ-এর সহায়তায় ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও অক্সফাম-জিবি, অক্সফাম নভিভ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউএনডিপি, ডব্লিউএফপি, ইউনিসেফ, কনসার্ন ওয়াশ ওয়াইড-বাংলাদেশ, সেফ দা চিলড্রেন, আইসিডিআই-নেডারল্যান্ডস, ক্রিস্টিয়ান এইড-বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে ৮টি জেলায় এর কার্যক্রম চলমান আছে। জেলাগুলো হল, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর ও ঢাকা। সংস্থার কর্মীগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সংগঠনটি বৃহত্তর ফরিদপুর তথা দেশের মধ্য-দক্ষিণ অঞ্চলে কর্মরত স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে বিশেষ অবস্থানে রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১১ লক্ষ দারিদ্রপীড়িত মানুষ এসডিএস কর্মকাণ্ডের কল্যাণে সুফল ভোগ করেছে।

সংগঠনের উত্তরোত্তর উন্নয়নে আজ আমি গর্বিত। দারিদ্রপীড়িত মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি আজ আনন্দিত। আমি আবেগ আপুতভাবে বলতে চাই এসডিএস-এর এ উন্নয়নে অত্র এলাকার আপামর জনসাধারণের যথেষ্ট অবদান রয়েছে তারা সকলেই এই উন্নয়নের অংশীদার। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টায় সংগঠনটি আজ তার সফলতার ২৫ বছরে পদার্পন করেছে তাদের সকলের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতার স্বরণ করছি। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনসহ সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-স্থানীয় সরকারের প্রতি এবং তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশেষভাবে সংস্থা সৃষ্টিতে অনন্য অবদানের জন্য তৎকালীন (১৯৮৭-১৯৯০) জেলা প্রশাসক জনাব আব্দুর রহিম স্যারের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। এছাড়াও আমি ধন্যবাদ জানাই সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে যাদের সুচিন্তিত নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণায় সংগঠনটি আজ এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আমি এসডিএস এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

মজিবুর রহমান  
নির্বাহী পরিচালক, এসডিএস

## Message from the Executive Director

Shariatpur Development Society (SDS) has started its journey 25 years ago through a humanitarian support to the people affected by the natural disaster. SDS is now one of the reputed development organizations in Middle-South part of the country. A group of Journalists, Red Crescent workers, Business persons, Lawyers and Doctors has taken this initiative to support the poor and destitute people affected by the natural disaster. Initially the activities of SDS were limited within the Shariatpur district, currently it has extended its activities in 14 districts of the country. In 1992 and in 1993, SDS had obtained registration certificate from the Social Welfare Department and NGO Affairs Bureau respectively. In 1993 it has launched its project namely "Women Empowerment" with the financial support of OXFAM GB. The microcredit activity had been started from 1996 with the support of Polli Kormo-Soayok Foundation (PKSF) for the poor women in the rural areas. Besides microcredit program, the organization has started other activities on education, health, family planning, legal support to the family, WASH and disaster management.

In 1998 SDS had support the people by providing food, cloth, treatment and rehabilitation activities during the prolonged flood in the history. In 2004 and 2007, SDS has taken significant role to support the destitute and poor people affected by the tornado called Sidr which has establish good reputation in the community. SDS has contributed by making aware mass people in the process of establishing democracy during national and local government election as a election observer.

SDS has developed good relationship and image among the national and international donor community through its good work. Beyond the PKSF microcredit support, the organization has been implementing a number of project with the financial and technical support of OXFAM-GB, OXFAM-Nobib, EU, UNDP, WFP, UNICEF, Concern World Wide, Save the Children, ICDI-Netherlands, USAID, Christian Aid and with the GoB. Now the organization is working in 8 districts of Bangladesh and they are Shariatpur, Madaripur, Rajbari, Gopalganj, Faridpur, Munshigonj, Chadpur and Dhaka. With the hard work of the SDS staff, the organization is now one of the best organizations in Middle-South part of the country. Around 1.1 million poor people are now self sufficient through the benefit of different activities.

I am proud to see the gradual development of the organization. I am happy to get this opportunity to support the poverty stricken people. With deep impulse, I would like to express that the people in the community is the part and parcel of this development as they have contributed a lot. I am grateful and express my gratitude to those persons who's contribution and dedication has make this 25 years successful journey. I would also acknowledge the support of Mr. Abdul Rahim, the Deputy Comissioner (1987-1990) of Shariatpur distirct, during the beginning of SDS. In addition, I am also thankful to the Executive Committee and the General Members who has guided the organization with their thoughtful inspiration to grow with dignity. I wish the future success of the organization.

Mozibur Rahman  
Executive Director, SDS



## কর্মীর অভিব্যক্তি

মনির হোসেন  
এরিয়া ম্যানেজার

এসডিএস একটি মানবিক সেবা সংগঠন। এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য ভাল দিক হচ্ছে, তৃণমূল থেকে সংগঠনের যে কোন পর্যায়ে নির্বাহী পরিচালক তথা নির্বাহী বোর্ডের সদস্যদের সাথে যে কোন বিষয় নিয়ে খোলামেলা মতামত প্রকাশ করার সুযোগ আছে। সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে কোন আত্মঅহমিকা বা পদের পার্থক্যের কারণে কোন ভেদাভেদ নেই এবং সকল স্তরের কর্মীর মতামতকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। এসডিএস পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষা স্বাস্থ্য স্যানিটেশন এবং দারিদ্র বিমোচনে কার্যকরী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এসডিএস-এর সকল স্তরের কর্মীদের মাঝে সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিজন কর্মীকে ব্যক্তি পর্যায়ে পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি, নৈতিকতাবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, নারী পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে এমনভাবে গড়ে তোলা হয়ে থাকে যাতে একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে সংস্থার প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীর সামাজিকভাবেও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

### Few Words from the SDS Staff

**Mr. Monir Hossain**  
**Area Manager**

SDS is a humanitarian service organization. The most significant side of this organization is, all staff has given free access opportunity to share their views and opinion with the Executive Director or Executive Committee Members. None of the staff shows complacency or superiority, every staff has been given respect to every one's opinion. SDS is working for the underprivileged community to improve their education, health, sanitation and poverty reduction. To grow social and humanitarian awareness and acceptance in the community, all of SDS staff has been given strong motivation resulting that every staff is very much thoughtful for their family, humanity, social responsibility, equity and equality between women and men.

## সুফিয়া জামান শাখা ব্যবস্থাপক

সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে আমি এসডিএস-এর সাথে জড়িত আছি। সংস্থায় নারীবান্ধব পরিবেশ থাকায় আমরা শুরু থেকেই একটি পরিবারের সদস্যের মত কাজ করে আসছি। শুরুতে যাদেরকে আমরা উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করেছিলাম, তাদের তখন তেমন কিছুই ছিলনা, দিন আনত দিন খেত। এসডিএস-এর বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে আজ তাঁরা আত্মনির্ভরশীল। তাদের ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে, কেউ আবার ব্যবসা করে সমাজে ভাল অবস্থানে আছে। এসডিএস একটি স্বেচ্ছাসেবী বৈষম্যহীন অরাজনৈতিক জবাবদিহিতা মূলক প্রতিষ্ঠান। যেখানে সমতার ভিত্তিতে মানবকল্যাণে বিশেষকরে চরাঞ্চলের জনসাধারণের জন্য শিক্ষা, সচেতনতা, দক্ষতাবৃদ্ধি ও জীবন মাননোন্নয়ন এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নসহ দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

## Ms. Sufia Zaman Branch Manager

I have been involved with SDS since its inception. We are working here as a family member as the organization has female friendly working environment. At the beginning of my work, we have selected the family as beneficiary, most of them were hand to mouth and they were very poor. After involving with SDS interventions, especially the income generating training courses and other necessary supports, most of the family are now self-sufficient. The children of those family grown up with education, working in different institutions, doing business, more on them are now well accepted by the society. SDS is a transparent non-political voluntary organization. Here they practice the equality especially their intervention is to reduce poverty of the people living in the char areas through education, awareness, skill and livelihood development and income generating activities.

## এসডিএস-এর আত্মকথা

আমার নাম 'শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি' তবে 'এসডিএস' নামে আমি বেশি পরিচিত। আমার জন্ম পদ্মা, মেঘনা, পালং, জৈয়ন্তি, কীর্তিনাশাসহ আরও কিছু নদ-নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা শরীয়তপুর জনপদে ১৯৮৮ সালের বন্যার পর এ এলাকার কয়েকজন উদ্যোগী তরুণ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার নিমিত্তে ১৯৯১ সালে শরীয়তপুর এলাকায় কাজ শুরু করে। সাধারণ মানুষের আন্তরিকতা ও গ্রহণযোগ্যতার নিরিখে আরও সমাজ সেবামূলক কাজ করার অনুপ্রেরণা নিয়ে আমি অর্থাৎ 'শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি' যার সংক্ষিপ্ত নাম 'এসডিএস'-এর জন্ম। শুরু থেকে এ পর্যন্ত সংগঠনটি ৬০ টি প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার মানুষকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের আওতায় সহায়তা প্রদান করেছে। যার মধ্যে ৭০৬,১০০ জন বা ৬৬.২৩% নারী, ২৩৬,৮৫৬ জন বা ২২.২১% পুরুষ, ১১৭,২৬০ জন বা ১১% শিশু এবং ৫,৭৮৪ জন বা ০.৫৪% প্রতিবন্ধী। এসডিএস-এর কর্মএলাকায় সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এর মধ্যে বিগত দুই যুগ অর্থাৎ ২৪ বছর সংগঠনটি ৫৪,২৯৯ শিশুকে শিক্ষা, ৫৬,৫২০ জন নারী ও শিশুকে স্বাস্থ্যসেবা ৩০০,৩৩৫ জন নারী অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণ, ২২০,৪৩০ জন কৃষককে কৃষি উন্নয়নে, ৩২,৫৯৫ জনগোষ্ঠীকে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, ৪৫৫,১৩৮ জনগোষ্ঠীকে সামাজিক ও নাগরিক অধিকার সচেতনতা এবং ১৬২,৫০০ জন মানুষকে প্রকৃতিক দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সক্ষম করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মকাণ্ডগুলো বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে এসডিএস সর্বমোট ১৪৮৩ জন কর্মীকে সমাজসেবামূলক কাজ করার জন্য দক্ষ করে তুলেছে। যার কারণে বর্তমান কর্মীদের মধ্যে কর্মস্পৃহা এবং কর্মদক্ষতা বেড়েছে। এসডিএস-এর প্রাক্তন কর্মীরা বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় সুনামের সাথে সমাজসেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত আছে।



শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে এসডিএস নিজস্ব অর্থায়নে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছে যেখানে স্থানীয় এলাকার শিশুদের উন্নতমানের শিক্ষাগ্রহণ করার অধিকারকে সমুন্নত রাখতে সহায়তা করছে। বিদ্যালয়টি বর্তমানে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম অনুসরণে পাঠদান করে। বর্তমানে এর শিক্ষার্থীর সংখ্যা সর্বমোট ২৩৫ জন যার মধ্যে ১২০ জন মেয়ে এবং ১১৫ জন ছেলে। এছাড়াও কর্মএলাকাসমূহে ৯০ টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র চলমান আছে যাতে বিদ্যালয় থেকে ঝড়েগড়া শিশুদের শিক্ষা অব্যাহত রাখা যায়।

নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এসডিএস-এর নির্ভরশীলতা পুরোপুরি সরকারি স্বাস্থ্যসেবার সুবিধাসমূহকে ঘিরে, এক্ষেত্রে এসডিএস বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় জনগণের স্বাস্থ্যসেবা দিলেও অধিকাংশ জনগণকে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করার কাজ করে থাকে। এসডিএস এ সকল কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করে থাকে বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করার নিমিত্তে, সর্বোপরি জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন মাইলফলক সমূহকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে। গত ২৫ বছরে এসডিএস বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাকে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত উন্নয়ন মাইলফলকে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পেরেছে, বিশেষকরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়।

## Biography of SDS

My name is Shariatpur Development Society and well known as SDS. I have been grown up in a township of Shariatpur district which is surrounded by number of river basins, like-Padma, Meghna, Palong, Joyntia, Kirtinasha. I was born and grown up with a group of enthusiastic young people during the devastating flood in 1988. I got the formal government affiliation in 1991.

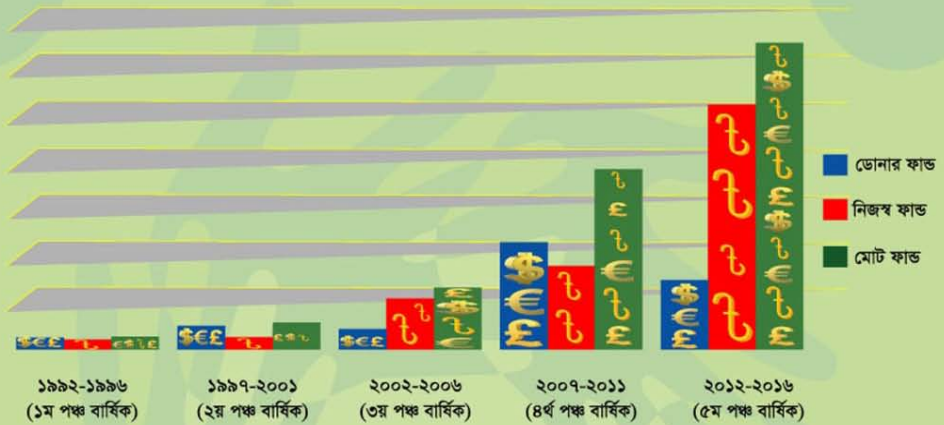
Since inception a total of 1.6 million people were served through 60 different dimensional projects. Out of those 706,100 are women about 66.23% of total 236,856 are men about 22.21% of total 117,260 are children about 11% of total and 5,784 are person with disability about 0.54% of total. In my working area, the activities have chosen based on the challenges of basic need of the community. During the last 25 years time a total of 54,299 children were enrolled with education, 56,520 women and children got health services, 300,336 women involve in microcredit for economic empowerment, 220,430 farmer in agriculture, 32,595 people are made aware about human rights, 455,138 people are made aware about social and citizen rights, 162,500 people involve in disaster preparedness activities. Through implementing those activities SDS has trained 1,483 staff members on social work which has enhanced the work spirit and skill among the staff members. A good number of ex-SDS staff are now working in different national and international organizations with fame.



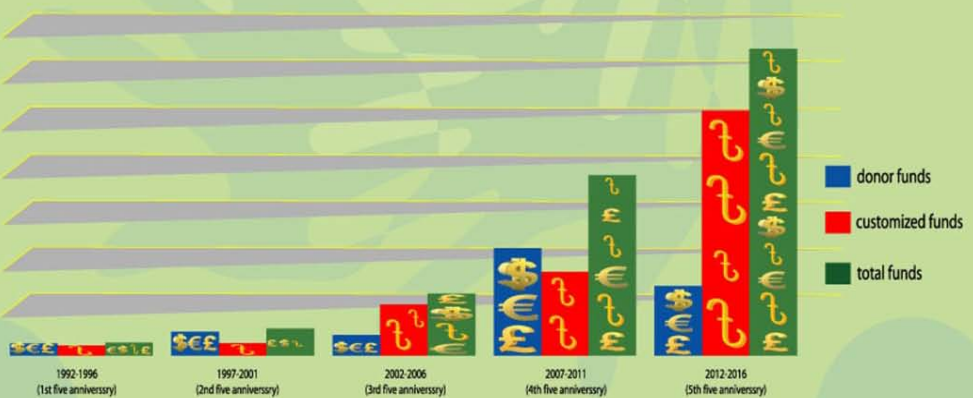
SDS has established a school with its own fund to ensure the rights of the children to be educated in the community which is providing quality education. The school is now providing education up to Class seven following the government formal education curriculum. A total of 235 children are now enrolling with SDS school where 120 are girls and 115 are boys. Beyond this school, SDS is running 90 non-formal education center within its working areas where drop out children are enrolled and get education.

SDS is providing health services for the women and children through linked with the government existing health facilities. Apart from providing health services through different projects, SDS inspires and motivates people particularly to enjoy the government health facilities. SDS initiates all activities to contribute in the GoB' development plan as well as the development milestone set by United Nations (UN). During the past 25 years, SDS has contributed in the process of achieving the GoB development and the UN development agenda (Millennium Development Goals-MDGs) including Sustainable Development Goals (SDGs).

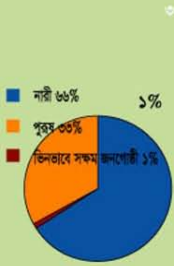
২৫ বছরে সংস্থার তহবিলের অবস্থা



Funding Status for the last 25 years



## যাদের জন্য এসডিএস-এর জন্ম কর্ম এলাকায় সর্বমোট সুবিধাভোগী জনগণ (নারী, পুরুষ, শিশু, প্রতিবন্ধী) ১৯৯১-২০১৬



66%



- শুধুমাত্র মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন
- মানবিক ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প
- সামাজিক ন্যায়তা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন
- পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন
- কৃষি উন্নয়ন

## For Whom the Organization is Born

Total Disadvantaged People within the Working Areas  
(Women, Men, Children & Disable People)  
1991-2016



33%

66%



- Poverty eradication through micro finance
- Humanitarian and human rights
- Social justice
- DRR & CCA
- Water & Sanitation
- Education and Health
- Agricultural development

## ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একটি সফলতা

### ফিরোজার আত্মকাহিনী

আমি ফিরোজা বেগম, বাড়ি শরীয়তপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ বিলাসখান গ্রামে। আমাদের কোন জমিজমা ছিল না, আমার স্বামী দিনমজুরীর কাজ করত। দুই ছেলে ও দুই মেয়েসহ বাড়িতে ভাঙ্গা একটি দোচালা ঘরে থাকতাম আমরা। অভাবের কারণে ছেলেমেয়েদের পড়াইতে পারতাম না। এসডিএস হতে গাভী পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে একটি দেশী জাতের গাভী পালন শুরু করি। এসডিএস প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শে ফ্রিজিয়ান জাতের ষাড়ের বীজ দিয়ে শংকরায়ন করে বর্তমানে আমি ৬টি শংকর জাতের গাভীর মালিক। গাভীর দুধ বিক্রি করে সকল খরচ মেটানোর পরেও প্রতিদিন আমার ২০০.০০ হতে ৪০০.০০ টাকা করে লাভ থাকে। গাভী পালন করে আমার সংসারের অভাব অনটন দূর হয়েছে।



### A Success under Microcredit Initiative

My name is Firoza, I am living in South Bilashkhan village under the Sadar Upzilla of Shri-atpur District. We do not have any land, my husband was a day laborer. We live in a very poor hut with our two sons and two daughters. Due to poverty we were unable to send our children to school. The other day, I myself participated in a training on cow rearing organized by SDS and after completing my training course I had purchased a cow with the financial support of SDS. With the technical support of SDS Animal Husbandry Officer, I am now the owner of 6 cows. By selling the cow milk every day, my profit is 200.00 to 400.00 taka out of all expenditure. My livelihood is now better than before.

## মানবিক ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এবং একটি সফল গল্প

হত দরিদ্র পান্নার সংসারে আলোর সন্ধান দিল এসডিএস কাপ প্রকল্পের সহায়তা

শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলাধীন আলাওলপুর গ্রামে ৩ মেয়ে, ২ ছেলে ও স্বামী-স্ত্রী মিলে ৭ জন নিয়ে পান্না বেগমের সংসার। নিজের জমি বলতে শুধু বসতভিটা টুকু ছাড়া চাষযোগ্য আর কোন জমি নেই। অভাবের কারণে সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ দিতে পারেননি। ২০০৮ সালে অক্সফ্যাম নভিব-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ আর্ল্ট্রা পুওর (কাপ) প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে গাভীপালন ও আগাম সবজি চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রকল্প হতে অনুদান হিসেবে তাকে একটি বখনা বাছুর দেওয়া হয়। ২০১০ সালে তার গাভীটি প্রথম একটি বাচ্চা দেয়। প্রথম বছরের হিসাব অনুযায়ী ৩০,০০০ (ত্রিশ) হাজার টাকা, দ্বিতীয় বছর ৪৮,০০০ (আট চল্লিশ) হাজার টাকার দুধ বিক্রি করে। তাছাড়া সীম, লাল শাক, মূলার আগাম জাত চাষের মাধ্যমে তরকারী বিক্রি করে প্রায় ৮,০০০ (আট) হাজার টাকা বাড়তি আয় করেছে। দুধ বিক্রির আয় হতে সে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা দিয়ে জমি বন্ধক রেখে সেখানে নিয়মিত শাক-সবজি চাষ করছে। তার পরিবার এখন অনেকটাই স্বচ্ছল। পান্না এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসি, তিনি তার শ্রম এবং মেধাকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন।



### Success Story under Human Rights Initiative

Panna Begum's family consisting of 7 members with 3 daughters, 2 sons and her husband are living in Alawalpur village under Goshirhat upazilla of Shariatpur district. She has only a hut but no cultivable land. She did not send her children to school due to poverty. In 2008 she participated in a cow rearing and agriculture training course under the project named *Capacity Building of Ultra Poor (CUP)* funded by OFXFAM Novib. As a donation under the project CUP, she has got a Bakana calf. In 2010 her cow gave birth of a calf. In 1st year, she sales the cow milk worth BDT30, 000 and 2nd year she sales worth BDT 48,000. Beyond that she cultivate different advance variety winter vegetables and by selling the vegetable she earns extra BDT 8,000. From this money, she uses BDT50.000 to lease an agricultural land and starts cultivating vegetable. Now the livelihood of her family is better than before. Panna Begum is now more confident to use her labor and talent to enhance the family income.



## সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা

### একটি সফল গল্প

শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলার চিতলিয়া ইউনিয়নের পশ্চিমপাড় গ্রামের বাসিন্দা আঃ রশিদ মাস্টার। বয়স ৬০ বছর। ২০১০ সালে এসডিএস পরিচালিত এনএসএ প্রকল্পের মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ এলাকায় জনহিতকর কাজ করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান। তিনি এলাকায় বাল্য বিবাহ প্রতিরোধসহ ইউনিয়ন পরিষদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দরিদ্র মানুষের অভিজ্ঞতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন রোগীকে হাসপাতালে দুস্থদের মাঝে সাহায্য বিতরণ, স্থানীয় জন উদ্যোগে নদীর উপরে বাঁশের সাকো নির্মাণ ও রাস্তাঘাট মেরামতের মত জনহিতকর কাজ করে এলাকায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।



### Social and Political Awareness

#### A Success Story

Rashid Master is living in Poschimpar village of Chitoia union under Sadar upazilla of Shariatpur district. He is 60 years old. In 2010 he got inspiration through a training course organized by SDS under NSA project to do the social work and with his work he has become very popular in the community. In the community he made some examples by preventing child marriage, enrolling the ultra-poor people in the food security program of the GoB, sending ill people to the hospital, relief distribution among the destitute community, making a bamboo bridge and repair the village roads by mobilizing the community people.



## নারীর ক্ষমতায়ন : একটি সফল গল্প

আমি মিষ্টি। আমার পরিবার দারিদ্রতার কারণে আমার লেখাপড়ার খরচ চালাতে চায়নি। আমার স্কুলে আসা যাওয়ার পথে আমাকে বখাটেরা উত্ত্যক্ত করতো। এসব কারণে যখন আমি ৯ম শ্রেণির ছাত্রী ছিলাম তখন বাবা মা আমার বিয়ে ঠিক করেন। একই সময়ে আমি “গার্ল পাওয়ার” প্রকল্পের উদ্যোগে পরিচালিত কিশোরী ক্লাবে যোগদান করি। এই ক্লাবের সদস্যরা আমার অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে আমার বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়। এর ফলে আবার আমি আমার লেখাপড়া শুরু করতে পারি এবং নতুন করে স্বপ্ন বুনতে থাকি। ২০১৩ সালে আমি এসএসসসি পাশ করি। আমি ক্যারাতে (মার্শাল আর্ট) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং ভাল দক্ষতা অর্জন করায় বর্তমানে স্থানীয় প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছি। এতে আমি প্রতি মাসে কিছু অর্থও উপার্জন করতে পেরেছি। এক সময় উত্ত্যক্তকারীদের ভয়ে আমার লেখাপড়া বন্ধ হতে চলেছিল এবং আমার বাবা মা আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। এখন উত্ত্যক্তকারীরা আমাকে দেখলে ভয়ে থাকে।



### Women Empowerment : A Success Story

My name is Misty. I am from a very poor family and they did not want me to continue my studies. When I was in class 9 I had to stop my studying because of poverty and sexual harassment. My parents attempted to arrange my marriage but around the same time I got involve with the Girl Club facilitated by girl power project. When involved with club the other club members talked to my parents and managed to convince them to stop the marriage. As a result, I was able to restart my studies and start rebuilding my dream. In 2013, I passed the SSC examination and am continuing my study. I also undertook advance karate training and because I performed very well I got the chance to be a local instructor for which I get paid monthly. Once upon a time my parents wanted to marry me early because they were worried about my being stalked and about poverty but now it is the stalkers who are afraid of me.



## পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা : একটি সফল গল্প

রানু বেগম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক ও অক্সফাম জিবির কারিগরি সহযোগিতায় এসডিএস পরিচালিত এনএসএ প্রকল্পের চিতলিয়া ইউনিয়নের উন্নয়ন কমিটি (ইউডিসির) ক্যাশিয়ার। তার নিজ গ্রামে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা ছিল না। এসডিএস এনএসএ প্রকল্পের উদ্যোগে ইউডিসির কমিটি গঠন করার পর রানুর উদ্যোগে নিজেরা সংগঠিত হয়ে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করে গ্রামের মানুষের নিরাপদ পানির চাহিদা মেটাচ্ছে। আর রানুর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে ইউডিসি কমিটি গঠনের মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে, একটি গভীর নলকূপ করে দিল শত মানুষের নিরাপদ পানির ব্যবস্থা



### Water and Sanitation Management : A Success Story

Ranu Begum is a Cashier of Chitolia Union Development Committee under the NSA project of SDS. The Project is funded and technically supported by the European Union & OXFAM GB. Under this project with the initiative of Ranu Begum install a deep tube-well through the union committee. The installed deep tube-well is now supplying the water among the village dwellers. In fact, is has been possible through the enthusiastic initiative of the Chitolia Union Development Committee Organized by Ranu Begum.

## শ্রেষ্ঠ নারী কৃষক : শেফালি বেগম

শেফালি বেগম ২০০৫ সালে এসডিএস কর্মী মোস্তফা কামালের মাধ্যমে এসডিএস কুন্ডের চর শাখার মুক্তা মহিলা সমিতির সদস্য হন। নিজ এলাকায় দু'একটি করল্লা চাষের ক্ষেত্রে দেখে এসডিএস কুন্ডের চর শাখা থেকে ১০,০০০ (দশ) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে স্বামীকে দিয়ে নিজের জমিতে করল্লা ও শাক সবজি চাষ শুরু করেন। শেফালি তার স্বামী নুরুল আমিনকেও করল্লা চাষের প্রশিক্ষণ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং নিজের ২২শতাংশ জমিতে করল্লা চাষ করেন। ২য় বছর সংস্থা থেকে ২৪,০০০ (চব্বিশ) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে করল্লা চাষ সম্প্রসারণ করেন এবং ভাল ফলন পায়। করল্লার পাশাপাশি টমেটো কাকরল এবং শসা চাষ শুরু করেন। এমনিভাবে শেফালী এবং তার স্বামী নুরুল আমিন ৪র্থ এবং ৫ম বার ঋণ নিয়ে ১২৮ শতাংশ জমি লিজ নেন। নিজের ২২ শতাংশ জমিসহ মোট ১৯২ শতাংশ জমিতে সবজি চাষ করেন। ২০১৩ সালে শেফালি শ্রেষ্ঠ নারী কৃষক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করে। বর্তমানে করল্লার পাশাপাশি টমেটো, ফুলকপি, কাকরল, শসা পিয়াজ এবং বেগুন চাষ করে ব্যাপক সফলতা পেয়েছে। ষষ্ঠ দফায় নিজস্ব পুঞ্জির সাথে আরও ৫০,০০০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সর্বমোট ১,৮০,০০০ (এক লক্ষ আশি) হাজার টাকা প্রকল্পে বিনিয়োগ করেন। শেফালি এখন প্রতিবেশীদের জন্য সাফল্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। শেফালিকে দেখে গ্রামের অনেক বেকার ছেলেমেয়েদের করল্লা চাষে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সামাজিকভাবে শেফালির মর্যাদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শেফালি বেগমের স্বামী চাষী সমবায় সমিতির কার্যকরী পরিষদের সদস্য এবং চর ডুবলদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। শেফালী বেগমের করল্লা বাগানের সফলতায় মিরাসার গ্রামে বর্তমানে ৮০/৯০টি পরিবার কৃষিভিত্তিক খামার পরিচালনা করে আসছে।



### The Best Women Farmer : Shefali Begum

Shefali Begum became the member of SDS facilitated Mukta Women Association of Kunder Char branch in 2005 through a SDS staff namely Mustaf Kamal. Shefali Begum took a loan 10,000 (Ten Thousand) taka from SDS, Kunder Char Micro-credit Branch and started cultivating bitter gourd (Karela) and other vegetables, this inspired came into her mind by seeing two other initiatives of bitter gourd (Karela) cultivation in her own community. She also inspired her husband Nurul Amin to attend the *training course* on Bitter Gourd (Karela) and Vegetable Cultivation and cultivated the same product in their 22 decimal lands. In the 2nd year, she took another loan 24,000 (Twenty Four Thousand) taka and extended her agriculture land by taking lease of 192 decimal of land, where she cultivated bitter gourd, tomato, kakrole, cucumber, coli flower, onion and aubergine. This extension made significant success and she was awarded as the Success Woman Farmer in 2013. In the sixth year, she took additional loan 50,000 (Fifty Thousand) taka more and her investment became 180,000 (One Lac & Eighty Thousand) Taka. Shefali Begum now became an example to her neighbors and they are unemployed and started cultivating following her investment. Shefali's social status has been increasing. Her husband has been elected as a member of Executive Committee of "Farmer Association" and member of Primary School Management Committee (PSMC) of Char Dubaldia Primary school. In Shefali Begums' village about 80/90 families are now cultivating different vegetable and they are getting significant return from their investments.

## এসডিএস-এর কর্মী

এসডিএস গত দুই যুগে ১,৪৮৩ জন কর্মীকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত করেছে এবং তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে এবং বিদেশে সর্বমোট ৩৫৫টি প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করেছে। যার ফলশ্রুতিতে সংগঠনটি তার কর্মকাণ্ডসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনের সক্ষম হয়েছে। এসডিএস-এ কাজ করা কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অনেকে আজ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় সুনামের সাথে কাজ করে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখছে। বর্তমানে এসডিএস-এর দক্ষ কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৫২৬ জন, যার মধ্যে ১৮২ জন নারী এবং ২৫২ জন পুরুষ এবং ৯২জন স্বেচ্ছাসেবক।



## Staff of SDS

During the last two decades, SDS employed a total of 1,483 staff members for implementing a number of projects. In addition, SDS organized a total of 355 skills development trainings for the staff to increase their capacities at home and abroad. Consequently, SDS's initiatives were made a significant success. A number of trained staff members out of them is now contributing in social development initiatives taken by different national and international organizations. Presently, the total 526 staff is working with SDS and out of those 182 are female and 252 are male.

## ২৫ বছরে সংস্থার বিষয়ভিত্তিক অর্জন

### (১) পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

এসডিএস ১৯৯৪ সাল হতে পানি ও পয়গ্নিকাশন বিষয় নিয়ে শরীয়তপুর পৌরসভায় এর কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে শরীয়তপুর জেলার সকল উপজেলাসহ মাদারীপুর, নড়াইল, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলাতেও পানি ও পয়গ্নিকাশন বিষয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। সংস্থার শুরু হতে এখন পর্যন্ত মোট ১৯ টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২ সহস্রাধিক গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করেছে। পাশাপাশি ১০ সহস্রাধিক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বিতরণের মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষাধিক মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিত করেছে। সংস্থার কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত কার্যক্রমকে সফল করার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। যার ফলে সংস্থার কর্ম এলাকায় উন্মুক্ত স্থানে মল ত্যাগের শতকরা হার ৬০% হতে ১% এ নেমে এসেছে। লক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৮৫ ভাগ সাধারণ জনগণের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অভ্যাসের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

## The Thematic Achievement During the Last 25 Years Time

### (1) Water & Sanitation Theme

In 1994 SDS has started its activities on water and sanitation throughout the municipality area of Shariatpur. Later on, the activity launched in all upazillas of Sariatpur district, Madaripur, Norial, Bagerhat and Barguna district. Since inception of this activity, the organization was able to established more than 2000 shallow and deep tub-wells through 19 different projects, around 200,000 people of those communities are enjoying the benefit by getting water supply. Similarly, SDS has distributed and built a total of 10,000 sanitary latrine among 200,000 family and this initiative contributed a lot in the declaration of achieving 100% sanitation by the GoB. In SDS's working areas the open defecation rate has been decreased up to 1% which was initially 60%. Around 85% general people are now doing positive behavior about their personal hygiene.

## (২) শিক্ষা কার্যক্রম

এসডিএস এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১০টি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলছে। ১৯৯৪-১৯৯৬ সাল বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে 'নন ফরমাল এডুকেশন' প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষা উন্নয়নে এসডিএস-এর যাত্রা শুরু হয়। এর পরে বিভিন্ন দাতা সংস্থা, যেমন-কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, অক্সফ্যাম জিবি, অক্সফ্যাম নডিবি, বিগ লটারী ফান্ডসহ আরও দাতা সংস্থার সাথে এসডিএস তার কর্ম এলাকায় শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। ২০০৭ সাল হতে সংস্থাটি 'এসডিএস একাডেমী' নামে একটি বিদ্যালয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে যেখানে বর্তমানে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। এপর্যন্ত ১৪৬০ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়টি হতে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও বিচ্ছিন্ন চর এলাকার শিক্ষা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এসডিএস আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলাধীন আলাওলপুর ইউনিয়নের চরজানপুরে এসডিএস একাডেমীর শাখা হিসেবে একটি বিদ্যালয় চলমান আছে। এছাড়াও এসডিএস পরিচালিত ১৪টি অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ১টি বিদ্যালয়কে সংস্থার এডভোকেসীর ফলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে যার ফলে বিচ্ছিন্ন চরের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৬ হাজার শিক্ষার্থী সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিভিন্ন মাত্রায় সুযোগ গ্রহণ করেছে। প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন পরিমাণে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ৬০০০ শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ (বই, খাতা, ব্যাগ ও স্কুল ড্রেস) বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও ৮৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ, ৯৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ১৬টি বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, ১৯টি প্রতিষ্ঠানের ঘর মেরামত এবং ৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠ ও রাস্তা উঁচু করা হয়েছে।

## (2) Education Theme

Almost 10 projects on education expansion initiatives have been providing education facilities among the marginalized community. SDS instigated its Education Programme in the year 1994 to 1996 by implementing Non-Formal Education (NFE) in collaboration with the Primary and Mass Education Ministry of GoB. Subsequently different donors, such as Concern Worldwide, European Union, OXFAM GB, OXFAM Novib, Big Lottery, have invested to promote education in the target location with the help of SDS. From 2007, SDS has established school called "SDS Academy" and this school is now extended its education facilities up to class 7. SDS is continued its Formal and Non-Formal Education for children living different char areas. Out 14 Non-Formal Education Centers, 1 has been transformed into Government Primary School through SDS's advocacy effort and children living in char area are continuing their study. During the last 25 years journey of SDS a total of 56,000 (approx.) children got opportunity to engage themselves in different child focus initiatives. Around 800 children awarded by education scholarship, 6,000 have been provided education materials like-book, exercise book, school bag, school dress, etc. Beside those a total of 83 education received education materials, 93 education center received water and sanitation facilities, 16 education center got infrastructural support, 19 institutions got renovation support and pathway of 63 institutions have been raised accordingly.

### (৩) স্বাস্থ্য কার্যক্রম

এসডিএস-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে হতদরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা দান বিশেষকরে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে আসছে। ১৯৯৪ সাল হতে বাস্তবায়িত জীবন ও জীবিকায়ন বিষয়ক প্রায় সকল (১৯টি) প্রকল্পে স্বাস্থ্য সেবাকে গুরুত্বের সাথে দেখা হয়েছে। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ৪ জন প্যারামেডিক বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আসছে। এছাড়াও প্রত্যন্ত চর এলাকার পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর সাধারণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ২ জন প্যারামেডিক ও ১৬ জন হেল্থ ভলান্টিয়ার কাজ করে চলছে। প্রসূতি ও গর্ভকালীন পরামর্শ ও সহায়তার জন্য এ পর্যন্ত প্রায় ৫ শতাধিক 'দাই' কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার তৎপরতায় কর্ম এলাকার মানুষের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা এখন সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে থাকে। এছাড়াও এমবিবিএস ডাক্তার এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রায় ৩০ হাজারের বেশি দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে।



### (3) Health Theme

The hardcore poor and marginalized people are providing with health services especially reproductive health support and thus SDS is contributing in the health sector within its working areas. From 1994 through 19 projects on life and livelihoods the health issues were given special attention. By using organization's own fund 4 paramedics were assigned to provide health support through different branch offices of SDS. Presently 2 paramedic and 16 health volunteers are continued their support health especially reproductive health issues to the people living in the remote char areas. A total of 500 Traditional Birth Assistant (TBA) have been trained to provide support during pregnancy period. Those health initiatives motivated people to take care during the sickness and they are now going to government health center. A total of 30,000 poor patients were provided free treatment support by the MBBS doctor.



## (৪) কৃষি কার্যক্রম

এসডিএস-এর কর্মএলাকা তথা দেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। বিশেষকরে নারী সদস্যগণকে গ্রামীণ উৎপাদনশীল কৃষি ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে এসডিএস-এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এ পর্যন্ত কমপক্ষে ১৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক কাজ করা হয়েছে। সংস্থার এক নারী সদস্য শেফালী বেগম ২০১৩ সালের শ্রেষ্ঠ নারী কৃষক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এসডিএস তার কর্ম তৎপরতার ফলে অত্র অঞ্চলে আধুনিক ও উন্নত কৃষি প্রযুক্তি ও কৌশল বাস্তবায়নে কৃষকগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এলাকায় শস্যের নতুন নতুন জাত উৎপাদন কৌশল বিস্তার লাভ করেছে। ১৯৯৮ সালে সংস্থার একটি প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে শরীয়তপুর জেলার জাজিরা এলাকায় কৃষক বিশেষকরে নারীকৃষকগণ লাভজনক সবজি চাষের সাথে পরিচিতি লাভ করে। প্রকল্পের সরাসরি অধিকারভোগীদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক সময় পুরো এলাকায় লাভজনক সবজি চাষের এক বিপ্লব ঘটে। যার ফলশ্রুতিতে এ এলাকার সবজি দেশের রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকার সবজির চাহিদা পূরণে ভূমিকা রেখে চলছে। সরকারি কৃষি দপ্তরের পাশাপাশি এসডিএস-এর কৃষি ইউনিট এখনো জাজিরা এলাকায় নিবিড়ভাবে সহায়তা দিয়ে আসছে।



বিভিন্ন দাতা সংস্থার সহযোগিতায় এসডিএস এর মাধ্যমে পরিচিতি ও প্রসার লাভ করা প্রযুক্তি ও কৌশল গুলোর মধ্যে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার, ধান চাষে সেচ-সংশ্লিষ্ট এডাবলিউবি (AWB) প্রযুক্তি ব্যবহার, সবজিতে সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ (Sex Patromone Trap) ব্যবহার, বসত বাড়ির আঙ্গিনায় বারমাস সবজি চাষ কৌশল, মারিয়া মডেলে গ্রামীণ নারীর ধানের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ ও কেঁচো কম্পোস্ট উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। সংস্থার কৃষি ইউনিটের মাধ্যমে ৪ জন কৃষিবিদ ও ১৫ জন কৃষি ডিপ্লোমাদারী সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কৃষি ইউনিটের মাধ্যমে এলাকায় কিছু গবাদি পশুপালন খামার এবং মৎস্যচাষ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য সংস্থাটি ভ্যালুচেইন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলছে। এছাড়া চরাঞ্চলে ওষধি গাছের চাষে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করণ সংস্থাটির এক অনবদ্য উদ্যোগ।

#### (4) Agriculture Theme

The agricultural development initiatives has contribute a lot in the community as well as in the country. Especially the women farmers were involved in the productive agricultural through 14 different projects through SDS women groups. In 2013 a woman farmer namely Shefali Begum was obtained National Award as best women farmer. SDS has introduced the modern technology among the farmers which inspired them to do better farming, the new variety of seeds have also been enhanced the new strategy of production. In 1998 through a project the women farmers were introduced a profitable vegetable production in Zanjira upazilla. The direct project beneficiaries were motivated to cultivate profitable vegetable production which called as vegetable production revolution in the community. The produced vegetable are now fulfilling the local demand and other part of the country including the capital city Dhaka. Beside the government agriculture official, SDS's 4 Agronomist and 15 diploma Agronomist continued their intensive support to the farmers living in Zanjira upazilla.



With the support of different donor organization, SDS has introduced different modern technologies and strategy of using Guti Uria fertilizer, AWB technology for paddy production, Sex Ferment Trap for vegetable production, and technology of producing round the year vegetable at the courtyard, etc. An initiative has been taken place for rearing domestic animals and fish cultivation through the agriculture unit of SDS's working areas. The organization has introduced agriculture value chain project to ensure the fair price of the agriculture product. SDS is motivating the people living in the char areas for planting the medicinal plants.

## (৫) নারী ও শিশু অধিকার

নারী ও শিশু সুরক্ষার বিষয়টি এসডিএস অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখে থাকে। সংস্থার ৮ টি অত্যাৱশ্যক পালনীয় বিষয়ের মধ্যে 'নারী ও শিশু অধিকার সুরক্ষা' একটি। সংস্থার শুরু হতে নারী ও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলছে। সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রায় সকল (৭০টি) প্রকল্পে নারী ও শিশু অধিকার বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সংস্থাটি তার অংশীদার সংগঠনের সাথে যৌথ ভাবে এডভোকেসীর ফলস্বরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সরকারি নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া এসডিএস-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহ রোধ পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। সংস্থার সহায়তায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শরীয়তপুর জেলার সবকটি উপজেলাকে বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ২৪ টি গার্ল স্পোর্টস টিম গঠনের মাধ্যমে কিশোরীদেরকে নিয়মিত ফুটবল ও হ্যান্ডবল খেলা চর্চা সাথে সম্পৃক্ত করা এবং ১৫০ জন কিশোরীকে ক্যারাতে (মার্শাল আর্ট) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলা নারী ও শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে সংস্থার এক বিশেষ অর্জন। নারী ও শিশু সুরক্ষায় সামাজিক আন্দোলনকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে সংস্থার উদ্যোগে প্রায় ৭০ হাজারেরও অধিক চেঞ্জ মেকার তৈরি করা হয়েছে যারা নিজ নিজ এলাকায় নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার ভূমিকা রেখে চলছে।



## (5) Women and Child Rights

SDS is giving special emphasis on the right of the women and children. "Protection of Women and Children Rights" is one of the mandatory principal out of eight basic principal of the organization. Since the inception, the organization has been implementing different projects to ensure the protection women and children. In 70 project, the organization considers the rights issue of the women and children with special importance. Women participation and increasing the number of women involvement in the *Primary School Management Committee*, the existing GoB policy has been rectified through the advocacy initiatives along with other likeminded organizations. The violence against women and children and child marriage incidence have been improved through different preventive initiatives. All the upazillas of Shariatpur have been declared as child marriage free district with the support of GoB administration and SDS initiatives. A total of 24 girls' sports team with the participation of adolescent girls have been formed and they are regularly practicing football, hand ball and 150 girls have been trained on karate (Martial Art) training which make self-confident, this is a significant achievement of SDS. Approximately 70,000 Change Makers have been grown up to strengthen the social movement in protecting women & children and the Change Makers are raising voice when they notice any incidence happen in their area.

## (৬) দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন

এসডিএস তার জন্মলগ্ন হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুর্ঘোণে জরুরী ও দীর্ঘমেয়াদী মানবিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ১৯৯৫, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের বন্যা এবং ২০০৭ সালের সিডর ও বন্যার কারণে সৃষ্ট দুর্ঘোণে সংস্থাটি মানবিক সহায়তা প্রদান করে দেশের মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চলে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এ পর্যন্ত সংস্থাটি দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ২১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে যার মাধ্যমে প্রায় ৭ লক্ষাধিক মানুষ বিভিন্ন মাত্রায় উপকার লাভ করেছে। সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ২লক্ষ দুর্গত পরিবারকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের রিলিফ প্রদান করা হয়েছে। ২০০৭ সালের প্রলয়ংকরী সাইক্লোন সিডর-এর পরে প্রায় ১,২০০ লোকের স্থায়ীভাবে এবং আরও প্রায় ৪,০০০ পরিবারের অস্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। এছাড়া সরকারি দপ্তরে এডভোকেসির মাধ্যমে প্রায় ৯৫০টি ভূমিহীন পরিবারের জন্য খাসজমি বন্দোবস্ত পেতে সহায়তা করে।

দুর্ঘোণ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য এসডিএস তার বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ৩ সহস্রাধিক পরিবারকে বসত ভিটা উঁচু, ১,৫০০ পরিবারের জন্য ১৫ টি গ্রাম উঁচু করা হয়েছে। ৮,০০০ পরিবারকে ঘর তৈরি করে দেয়া হয়েছে। প্রায় ২০ হাজার পরিবারের জন্য স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি (জাল, নৌকা, দোকান, পোন্ডি খামার, দুগ্ধ উৎপাদন, গরু মোটাজাকরণ)। প্রায় ২৫ হাজার পরিবারের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৮টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ৬টি উদ্ধারকারী নৌযান প্রস্তুত রাখা হয়েছে। রাজবাড়ী জেলায় ১টি বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০ কিলোমিটারের অধিক রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। ২ শতাধিক সাঁকো ও ৩০টির অধিক কাঠের পুল নির্মাণ করা হয়েছে। ৬টি খাল খনন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৭লক্ষাধিক মানুষকে দুর্ঘোণ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে



## (6) Disaster Management and Effect of Climate Change

SDS is providing emergency and long term humanitarian support since its inception. SDS had twisted national example in Middle-Southern part of the country on humanitarian support actions during the flood in 1995, 1998, 2004 and in 2007 when cyclone-SIDR. Till today the organization has been implemented 21 projects on the issue of disaster management and climate change and through those project, a total of 700,000 people were served. Different relief items were distributed among the 200,000 (approx.) families. After cyclone-SIDR hits around 1,200 people were received permanent rehabilitation and around 4,000 families received temporary rehabilitation through SDS scheme. Around 950 landless families were got government khash land through the advocacy initiative of SDS.

As preventive measure from disaster hazardous, SDS had been raised the pedestral level for more than 3,000 families' houses and 15 villages where living 1,500 families. The total 8,000 families' houses were built and created job opportunities for around 20,000 families by providing fishing net, boat, shop, poultry, milk production, cow rearing, etc. and created temporary earning sources for around 25,000 families. The total of 8 flood shelters have been built, 6 rescue boats are ready to go and 1 (One) embankment has been built in Rajbari district, 200 kilometers road has been make and repaired, 200 bamboo made bridges, more than 30 wooden bridges, 6 canals have been digged and more than 700,000 people were made aware about disaster issues by SDS respectively.

## (৭) সামাজিক ন্যায্যতা, সুশাসন ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম

সাধারণ মানুষের মাঝে সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসডিএস বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে। নারীদের প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সংস্থাটি অত্র এলাকায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে আসছে। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটার সচেতনতা সৃষ্টি করে ভোটার বিশেষকরে-নারী ভোটার উপস্থিতি বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালীকরণের জন্য সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্থাটি কর আদায় ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করেছে। কর্ম এলাকায় যে কোন ধরনের সামাজিক অবিচার অন্যায ঘটনার ক্ষেত্রে এসডিএস প্রতিবাদী উদ্যোগ নিয়ে থাকে এবং অসহায় নিপীড়িতদের অধিকার আদায়ে সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে।

## (7) Social Justice, Good Governance and Awareness Raising

To raise awareness among the community people on social and political issues, SDS is continuing its initiatives. SDS has played a vital role in the society to prevent violence against women and child marriage. To increase women voters' participation in the national and local election, SDS has played a significant role. To strengthening the local government system and tax paying tendency among the citizens, SDS has taken different initiatives and found a good result. If there is any injustice incident occurred in the community, SDS staff takes instant measure to support the victims.



## (৮) মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচি

সমাজে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী বিশেষকরে মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা, মহিলাদের যথাযথ মূল্যায়ন এবং নারী পুরুষের সঠিক সমন্বয়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংস্থাটি মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলছে। বর্তমানে ৫৬টি শাখার মাধ্যমে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলের ৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার মোট ২২৩টি ইউনিয়নে এসডিএস-এর মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৬-এর তথ্যমতে কার্যক্রমের অধীনে মোট ৩৩০,০৪৫ জন গ্রাহকের/সদস্যের মাঝে ক্রমপুঞ্জিভূত/ঘূর্ণায়মান ঋণ বিতরণ করা হয়েছে প্রায় ১,১২৮ কোটি টাকা।

## (8) Microfinance Initiative

SDS has been running its microfinance project to support the underprivileged people, especially the women for enhancing their economic empowerment, enhancing their dignity in the society and reducing gender discrimination. At present, there are 56 microfinance branches are in operating its activities in 223 unions of 17 upazillas under 7 districts including Dhaka and in the Middle-Southern part of the country. Based on the report on October 2016, a total of 330,045 members received the microfinance facilities and the revolving loan amount is about 1,128 crore taka.



## (৯) কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের যুব ও যুব নারীদের বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সংস্থার অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০১২ সালে “এসডিএস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এস.টি.টি.আই.)”-এর কার্যক্রম শুরু হয়। এস.টি.টি.আই. ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে ৩৬০ ঘন্টা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের জন্য রেজিস্ট্রেশনভুক্ত হয়েছে। ২০১৬ সাল হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের **SEIP (Skill for Employment Investment Program)** প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পিকেএসএফ-এর মনোনীত প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছে। বর্তমানে ৬টি ট্রেডে ১৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেডে ৭৫ জন, ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স এবং ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেডে ৫০জনসহ মোট ১২৫ যুবক ও যুব নারী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের হার প্রায় ৭২%।



## (9) Technical Training Institute

SDS has established its “SDS Technical Training Institute (STTI)” in 2012 as a sister concern of SDS, aiming to develop short and long-term technical skills among the unemployed young women and men come from the poor and lower-middle families. STTI has obtained registration certificate from the *Bangladesh Technical Education Board* during the financial year 2014-2015 and SDS is authorized to provide 360 hours skills training under this certification. SDS is also selected by the PKSF to implement the project entitled “Skill for Employment Investment Program (SEIP)” under the supervision of the Ministry of Finance, the Government of Bangladesh since 2016. Currently, 13 batches training is ongoing under 6 different trades. Till now, 75 persons were trained on mobile phone servicing, electrical and electronics, 50 person on fashion design. In total 150 young women and men have successfully completed their training courses. Nearly 72% of the total trained persons already have employed and engaged in income generating activities.



## বিভিন্ন নেটওয়ার্ক/ফোরামসমূহে এসডিএস-এর একাত্বতা

(১) এ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট, (২) ডিজাস্টার ফোরাম, (৩) ক্রেডিট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, (৪) নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন, (৫) রেসপনস এন্ড প্রিপার্ডনেস একটিভিটিজ অন ডিজাস্টার (নিরাপদ), (৬) সুশাহনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), (৭) দক্ষিণ এশিয়া ক্লাইমেট একশন নেটওয়ার্ক, (৮) পাবলিক ফোরাম অন এমডিজি, (৯) ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডার্লিউজি), (১০) আমরাও পারি-প্রচারাভিযান, (১১) ক্যাম্পেইন ফর সাস্টেইনেবল রুরাল লাইভলিহুড, (১২) আমার অধিকার ফোরাম, (১৩) ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক অব অল্টারনেটিভ ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, (১৪) গার্লস নট ব্রাইড, (১৫) হাসাব।

### Involvement with Different Networks/Forums

(1) Association for Land Reform and Development, (2) Disaster Forum, (3) Credit Development Forum, (4) Network for Information, (5) Response and Preparedness Activities on Disaster (Nirapod), (6) Sushahoner Jonno Procharavijan (Supra), (7) South Asia Climate Action Network, (8) Public Forum on MGD, (9) Election Working Group (EWG), (10) We Can Campaign, (11) Campaign for Sustainable Rural Livelihood, (12) My Rights Forum, (13) International Network of Alternative Financial Institution, (14) Girls not Bride, (15) GASAB.

## সম্ভাবনার তৃতীয় যুগে প্রবেশ

এসডিএস তার অতীত অভিজ্ঞতাসমূহকে সামনে রেখে ২০২০ সাল পর্যন্ত কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যার ভিত্তি হচ্ছে সমাজের পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর চিহ্নিত সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধানে অবদান রাখা। নারীদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ঋণ কার্যক্রমকে আরও বেগবান ও সময় উপযোগী করার কাজ অব্যাহত রাখবে। এলাকার চাহিদার নিরিখে কৃষকের জীবনমান উন্নয়ন এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা ও সরাসরি বাজারকেন্দ্রিক বিপণন যোগাযোগ ব্যবস্থার কার্যক্রমকে উৎসাহিত করবে। পাশাপাশি মানবাধিকার, নারী অধিকার, শিশু অধিকার, প্রতিবন্ধী অধিকার ও বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে চলমান কর্মকান্ডসমূহকে অব্যাহত রাখবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইনী সহায়তা প্রাপ্তিতে এসডিএস তার কর্মকান্ডকে আরও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযোগী কর্মকান্ড গ্রহণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে আরও নিবিড়ভাবে কাজ করবে এবং এর জন্য সরাসরি সেবাপ্রাপ্তির কাজকে ত্বরান্বিত করবে। যেহেতু এসডিএস-এর মূল কর্ম এলাকাটি ভৌগোলিক কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ এলাকা, সেহেতু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য সাধারণ জনগণের মানসিক শক্তি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চলমান কাজসমূহ অব্যাহত থাকবে। এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া ক্ষতি কাটিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য তাৎক্ষণিক কর্মকান্ডসমূহ পরিচালনা করবে। এসডিএস তার কর্মীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে বিগত দিনে গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মকান্ডসমূহ অব্যাহত রাখবে। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমমনা সংগঠনসমূহের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য নেটওয়ার্ক, ফোরাম ও দাতা সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সরাসরি অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখবে।



## Entering into the Third Phase of Opportunity

SDS has developed its next Strategic Plan up to the year 2020 based on its past experience, aiming to making sustainable solution for the disadvantaged community. Enhancing and upgrading the microfinance activities to establish social respect and economic development of women in the society. Upgrading the livelihood of the farmers and ensuring the fair price of their products, making familiar with the modern technology and management, and direct marketing connection at the marketplaces. Similarly, keep continuing the ongoing activities related to human rights, women rights, child rights, rights of the person with disability, and other social awareness issues. Keeping and strengthening the relationship with the service providing organizations to ensure education, health, and legal support to the community people and taking necessary initiatives. As most of the working areas of SDS are geographically vulnerable for natural disaster, hence the related initiatives will be continued to keep up the self-confidant and skills of the community people so that they can manage the natural disaster. In relation to natural disaster, SDS will be equipped to support people effectively to face the disaster. SDS staff capacity building activities will be continued as usual. SDS will maintain regular relationship with national and international partner organizations, networks and forums.







- SDS (Head Office), Sadar Road, Shariatpur. 8000.  
Email : [sds.shariatpur@gmail.com](mailto:sds.shariatpur@gmail.com), [info@sdsbd.org](mailto:info@sdsbd.org)  
[www.sdsbd.org](http://www.sdsbd.org)
- SDS (Dhaka Office) House# 554, Road@09, Adabar  
Dhaka-1207. Tel: 88029131602